খবরে প্রতিবাদ

www.khaberepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 92 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 22 May, 2026 ● ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৪৩৩ বাং ● ফোন: 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্য: ৩ টাকা ● Page 4

হাসপাতালের গোপন চেম্বারে ধর্ষণ সঠিক বিচার পেলেন না নির্যাতিতা

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। জিবি হাসপাতালের ভেতরে এক মহিলা কে ধর্ষণ করার মত গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই জিবির একাধিক সিকিউরিটি স্টাফ এর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন নির্যাতিতা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় জরিয়ে আছে জিবির এক টেকনিক্যাল স্টাফের নাম। অবশেষে সুবিচারের আশায় সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতা। অভিযোগ নন্দন নগরের এক মহিলা কে তারই প্রতিবেশী এক যুবক দীর্ঘদিন যাবত একটি ব্যাক্তিগত ভিডিও নিয়ে ব্ল্যাক মেইল করে চলেছিল। অভিযুক্ত ঐ যুবক জিবি হাসপাতালের বায়োম্যাডিক্যাল রুমের টেকনিক্যাল বিভাগে কর্মরত , নাম শতরাজ কর্মকার বলে জানা যায়। ঐ ভিডিও ডিলিট করাবার জন্যে মহিলা বহুবার তার কাছে মিনতি করলেও সে তা করেনি। উল্টে মহিলা কে জিবি হাসপাতালে বায়োম্যাডিকেল বিভাগের একটি গোপন চেম্বারে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই অপি মহিলা কে চোর অপবাদ দিয়ে সিকিউরিটি গার্ড দিয়ে মারধোর করে একটি রুমে বন্ধ করে রাখা হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে। এর পর জিবি ফাঁড়ির পুলিশ মহিলা কে উদ্ধার করে এবং আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায় খবর পাঠালে তারা এসে মহিলা কে নিয়ে যায়। এদিনই মহিলা একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পূর্ব মহিলা থানা নাকি প্রথম অবস্থায় উনার অভিযোগ দায়ের করেননি। পরে সুবিচারের আশায় এসপি সাহেবের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা। এরপর পূর্ব মহিলা থানায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি একটি মামলা নেওয়া হয়। তদন্ত ক্রমে পুলিশ আদালতে চার্জ শিট জমা দেয় এবং অভিযুক্ত শতরাজ কে প্রেরন করে। পরে উচ্চ আদালত থেকে আবেদন মূলে শতরাজ কর্মকার জামিন পেয়ে যায়। এদিকে এতো বড় ঘটনার পরেও অভিযুক্ত কিভাবে জামিন পেয়ে গেল সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারের আশায় এবার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে পুনরায় সুবিচার চেয়েচ্ছেন নির্যাতিতা। ঘটনা নিয়ে বারংবার থানার দ্বারস্থ হওয়ায় উনাকে হুমকি ধমকি দেবার অভিযোগ উঠেছে মহিলা থানায় কর্মরত এক ম্যাডাম এর বিরুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ঘটনায় মুল অভিযুক্ত শতরাজ কর্মকার কে বাচাতে নাকি মরিয়া হয়ে থানায় দৌড়ঝাঁপ করেছেন তারই সিনিয়র পেশায় ইঞ্জিনিয়ার রাতুল দে নামে এক অন্য টেকনিশিয়ান, এমনটাও অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা। ধর্ষক এর পাশাপাশি তাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিংবা তার অপরাধ কে লঘু করার চেষ্টা কারী রাও সমান দোষে দোষী এবং সাঁজার অধিকারী বলেই মনে করে সভ্য সমাজ। তাই নির্যাতিতা উভয়ের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং সুত্রের দাবি গোটা বিষয় নিয়ে পুনরায় তদন্ত শুরু হতে পারে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে শান্তিরবাজার কলেজে বিক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। *শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগ! পরীক্ষার ফলাফল এবং ব্যাক পেপার নিয়ে চরম অব্যবস্থার প্রতিবাদে এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল শান্তিরবাজার সরকারি মহাবিদ্যালয় চত্বর। বৃহস্পতিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ([illegible])র শান্তিরবাজার শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক বিশাল বিক্ষোভ ও আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এই চরম গাফিলতির ঘটনায় সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামল দাসকে। এই আন্দোলনে শামিল হয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং [illegible] নেতৃত্ব একগুচ্ছ মারাত্মক অভিযোগ তুলে ধরেন। পরীক্ষার্থী দের মূল অভিযোগ ব্যাক পরীক্ষা দেওয়ার পরেও বহু ছাত্র-ছাত্রীকে রেজাল্টে অযৌক্তিক ভাবে পুনরায় 'ব্যাক' দেখানো হচ্ছে। পরীক্ষায় সশরীরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে 'অনুপস্থিত' বা অনুপস্থিত হিসেবে মার্কশিটে চিহ্নিত করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও এখনও বহু ছাত্র-ছাত্রীর ফাইনাল ফলাফল প্রকাশ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের কারিগরি ত্রুটির কারণে ২য়, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিল-আপ করতে পারছেন না। আন্দোলনরত [illegible] নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ধরণের ছিনিমিনি খেলা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ছাত্র সমাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সর্বদা শিক্ষার্থীদের পাশে আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে বলেও আশ্বস্ত করেন তারা। তবে এই আন্দোলনের তীব্রতা দেখে নড়েচড়ে বসে স্থানীয় প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষ। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য কলেজের অধ্যক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রশাসন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট ও লিখিত আশ্বাসের ভিত্তিতে এই আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা। তবে ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি দ্রুত এই সমস্ত টেকনিক্যাল ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান না হয়, তবে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর এবং তীব্র আন্দোলনের পথ বেছে নেবে তারা।*

মাতাবাড়ি কেন্দ্রে স্বদলীয় কর্মীদের আক্রমনের শিকার বুথ সভাপতি বিশ্বজিৎ দে

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। স্বদলীয় কর্মীর দ্বারা আক্রান্ত এবার শাসক বিজেপি দলের এক বুথ সভাপতি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও স্বদলীয় কর্মীদের মাঝেকার বিবাদ যেন কোনোভাবেই কমছে না। এবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটির খবর উঠে এসেছে উদয়পুরের মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মুড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আক্রান্ত বিশ্বজিৎ দে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং একই সাথে মুড়াপাড়া ৪৯ নং বুথের বুথ সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ১৫ বছরের সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুড়াপাড়া এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একটি বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই দিন রাতে মিছিল শেষ হওয়ার পর, মুড়াপাড়া এলাকারই বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আচমকা বিশ্বজিৎ দে-র উপর চড়াও হয়ে তাকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। একই দিন রাতে আবারো তার বাড়িতে চড়াও হয় তারা এবং ব্যাপক ভাঙচুর ও হামলা চালায়। অভিযুক্তরা নিজেরাও স্বদলীয় কর্মী বলেই খবর। তাদের নাম কাজল সরকার, সুব্রত দে বলে জানান আক্রান্ত সভাপতি। ঘটনা নিয়ে এলাকার বিধায়ক অভিষেক দেবরায় কে অবগত করেও আজ অব্দি সুবিচার পাননি আক্রান্ত। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ আজ অব্দি দোষী দের গ্রেফতার করেনি বলেও অভিযোগ। তাই এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার এক মিছিল করেন বিজেপি দলের একাংশ কর্মীরা। অতিসত্বর দোষী দের গ্রেফতার করে শাস্তি পাইয়ে দেবার দেবার দাবি জানান তারা।

সিপাহীজলা অভয়ারণ্য গামী অটো গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত মা শিশু

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। *সিপাহিজলা অভয়ারণ্য গামী জাতীয় সড়ক এক আতংকের নাম। যান চালক দের জন্যে এই পথ যেন এক অভিশাপ। নিত্য খবরাখবরে এই সড়কে ঘটে চলা দুর্ঘটনা নিয়ে বারংবার খবরা খবর প্রকাশিত হলেও হেলদোল নেই জেলা কিংবা মহকুমা প্রশাসনের। ট্র্যাফিক বিভাগ কে এই নিয়ে বহুবার অবগত করা সত্বেও সিপাহীজলা অভয়ারণ্য গামী এই পথে যান মালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করনে কোনো ভুমিকা নেওয়া হয়নি। তারই খেসারত দিতে হল এবার আরো এক পরিবার কে। জানা যায়, বৃহস্পতিবার অভয়ারণ্যে যাবার পথে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার শিকার হন এক পরিবার। গুরুতর আহত হয় শিশু সহ তিনজন। জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় আগরতলা শহরের রাধানগরের দিলিপ ভৌমিক তার স্ত্রী রুমা ভৌমিক ও ছয় বছরের সন্তান গোপাল ভৌমিককে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে তাদের টমটমের সাথে একটি ওয়াগনার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে গুরুতর আহত হয় শিশু ও তার মা। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তাদেরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাদের আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। বর্তমানে তারা জিবি তে চিকিৎসাধীন। এধরনের ঘটনা নিত্য ঘটলেও এই মারণ সড়কে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা বলবত করা নিয়ে কেন চুপ ট্র্যাফিক ইউনিট বা জেলা প্রশাসন সেই নিয়েই থাকছে প্রশ্ন।*

ঊনকোটিতে আঙ্গুরের ফলনে ব্যাপক সাফল্য

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। ঊনকোটির কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন পালক সংযোজন। বলা চলে কৃষকের জন্যে এক নতুন আশার আলো ফুটেছে। এতো দিন ঊনকোটির আবহাওয়া জনিত কিংবা কৃষিজনিত পরিবেশ এর প্রতিকূলতার দরুন সেখানে আঙ্গুর ফলের ফলন নিয়ে একটা শঙ্কা থেকে গেছিল। যা আজ কেটে গেছে। ঊনকোটি জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে জেলায় আঙ্গুর চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, আইসিএআর এবং এনআরসিজি পুনের যৌথ উদ্যোগে নাবার্ডের সহযোগিতায় এই চাষ কার্য্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে খবর। আঙ্গুর চাষের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যান বিজ্ঞানী ডঃ রতন দাস। তিনি জানান, আধুনিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পরিচর্য্যার মাধ্যমে ঊনকোটির আবহাওয়াতেও সফলভাবে আঙ্গুর চাষ সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে জেলার কৃষকদের জন্য নতুন আয়ের পথ খুলে দিতে পারে। পাশাপাশি কৃষকদের আঙ্গুর চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। এই চাষ সফল হলে আগামী দিনে ঊনকোটি জেলার কৃষকেরা উপার্জনের ক্ষেত্রে আরও এক নতুন পথ খুজে পাবে। যা তাদের রুজি রুটির পাশাপাশি রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত এনে দেবে।

সরকারি বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতি কারী দের তাণ্ডব, হামলা, ভাঙচুর, চুরি

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় চুরি ,হামলা ও ভাঙচুর প্রতিনিয়ত চলছে। এবার সরকারি বিদ্যালয়ে ভাঙচুর ও হামলা করে চুরির ঘটনা সংঘটিত করলো চোরের দল। ঘটনা উদয়পুর জামজুরি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। বর্তমানে চলছে বিদ্যালয় গ্রীষ্মকালীন ছুটি। সেই ছুটিকে কাজে লাগিয়ে এবার স্মার্ট চোরের দল রাতের অন্ধকারে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীকক্ষ থেকে তিনটি কম্পিউটার চুরি করে চোরের দল। সেই সাথে ভাঙচুর করা হয় বিভিন্ন আলমারি। যেভাবে বিদ্যালয়ের লোহার দরজা ভেঙে চোরের দল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে তা রীতিমত অবাক করার বিষয়। বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের ঘর থেকে নিয়ে আসা বটি দা দিয়ে আলমারি ভেঙে ফেলা হয়। এই ঘটনা বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দীপক পাল এর নজরে আসে। সাথে সাথে বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে এলাকার অভিভাবক দের কে চুরির ঘটনাটি অবহিত করা হয়। পরে কাকরাবন থানায় একটি অভিযোগ জানানো হয় বিদ্যালয়ের তরফ থেকে। কিন্তু গত ছয় মাসে দেখা গিয়েছে কাঁকড়া বন থানার অধীন বিভিন্ন চুরির ঘটনা থেকে শুরু করে রাজনৈতিকভাবে ছোটখাটো ঘটনা ঘটে থাকলেও কোন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে পারেনি থানার পুলিশ। এখন দেখার ত্রিপুরার সরকারি বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনার কতটুকু সুষ্ঠু তদন্ত করতে পারেন তারা। সেদিকে তাকিয়ে আছে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে গোটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

গরু চুরি ও পাচার কাণ্ডে লাগাম টানতে তৎপর দক্ষিণ জেলা প্রশাসন

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। বিলোনিয়ায় গরু চুরি কাণ্ডে বড় সাফল্য পুলিশের! মেলাঘর থেকে আটক ৩ সন্দেহভাজন। বৃহস্পতিবার তাদের কোর্টে তোলা হল রিমান্ড চেয়ে। ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার। গতকাল মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে মেলাঘর থেকে আটক সবুজ মিয়া, ইমরান হোসেন এবং এক নাবালককে এখানে আনা হয়। পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। আজ দুপুরে বিলোনিয়া থানার ওসির কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি। তিনি জানান, এই চক্রে ২০ থেকে ২৫ জনের গ্যাং কাজ করছে। সবাইকে জালে তোলা হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন সন্দেহজনক গতিবিধি বা অবৈধভাবে গবাদি পশু পরিবহন দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী থানায় জানান। আমরা অভিযান জারি রেখেছি।' উল্লেখ্য, গত এপ্রিল থেকে বিলোনিয়া মহকুমায় ৫২টি গরু চুরি হয়েছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে পথ অবরোধ, ডেপুটেশন হয়। তারপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। মেলাঘর থানা অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে ধরে বিলোনিয়া থানায় হস্তান্তর করে। তদন্ত কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।

দাবি পূরণ না হওয়ায় মৌন আন্দোলনে নেতাজী সুভাষ কলেজের এবিভিপি

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। বৃহস্পতিবার নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের একাধিক শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক সমস্যার প্রতিবাদে মৌন আন্দোলনে সামিল হলেন ছাত্র-ছাত্রীরা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) মহাবিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এদিন কলেজ ক্যাম্পাসে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, একাধিক গুরুতর সমস্যার কারণে তাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষায় সন্তোষ জনকভাবে অংশগ্রহণ করার পরেও ফলাফলে বারবার একই বিষয়ে "ব্যাক" দেখানো হচ্ছে। এছাড়াও প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। এই নিয়ে গত ১৪ই মে কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিল যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। তবে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও কোনো কার্য্যকর সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্র-ছাত্রীরা।

জনসাধারনের স্বার্থ সম্বলিত দাবি নিয়ে ধর্মনগরে সিপিআইএম-র বিক্ষোভ মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। নিট-২০২৬ এর প্রশ্নফাঁস কাণ্ড,মূল্যবৃদ্ধি,শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রমকোড বাতিল, এমজিএনরেগা পুনরায় চালু সহ উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের পরিষেবার উন্নতির দাবিতে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করলো সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা কমিটি। এদিন মহকুমা দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী বাম কর্মী-সমর্থকেরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন,পর্যাপ্ত চিকিৎসক,নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মীদের ন্যায্য মজুরির দাবিও উত্থাপন করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা অমিতাভ দত্ত,মহকুমা সম্পাদক রতন রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বাংলা

পুলিশের কাজ করছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার

আপনি যতই সামাজিক মাধ্যমে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দের নিয়ে অট্ট হাসি হাসুন আর ব্যাঙ্গ করুন দিন শেষে ওরা যে সমাজের হীতে আপনার চাইতে ও বেশি সচেতন হয়ে কাজ করতে পারে তার নজির কিন্তু বহু আছে। আপনি যখন ম্যাকুন্যাকু দের ভয়ে ঘরের কোনে মুখ গুঁজে বসে থাকেন তখন কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েটার রা সাহসিকতার সাথে এবং প্রতিভা কে আরও দারুন ভাবে কাজে লাগিয়ে ভিউজ বা নিউজের জন্যে নয় সমাজ শোধরানোর জন্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরে। না , সবাই এক নন। সমাজের একটা অংশ এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দের শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু যারা তাদের প্রতিভা কে লঘু করে দেখেন তাদের উদ্দেশ্যেই আজকের এই লেখনী। সাম্প্রতিক রাজ্যের এক ক্রিয়েটার বিশ্বজিৎ এর সাহসিকতা ও প্রতিভা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অব্দি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে থানার বড় বাবুরা যা করতে পারেনি, এই একজন প্রতিভা বান যুবক করে দেখিয়েছে। আগরতলা রাজ বাড়ি সংলগ্ন সেটেলমেন্ট অফিস এলাকায় নিত্যদিন হয়ে চলা মাদক বিক্রি ও সেবন রোধে পুলিশের স্থুল ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। একজন প্রশাসনের লোকের যা করার কথা ছিল তা করতে হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার দের। এর চাইতে বড় ব্যর্থতা কি হতে পারে ? এক দুটো নেশা কারবারি কে আটক করেই যে থানা বাবুরা হিরো সাঁজার চেষ্টা করেন সেই চেষ্টা ধরাশায়ী। প্রকৃত অর্থে হিরো আজ সেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটারেরাই যারা সমাজের হিতে ঝুঁকি নিয়ে হলেও কাজ করে চলেছে। আগামী দিনে এমন আরো বিশ্বজিৎ কে চায় রাজ্যের মানুষ। অপরাধ দমনে যদি খাকী ওয়ারদি ধারীরা ব্যর্থ হয় তবে মাঠে নামতে হবে আম জনতাকেই।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭৫০৫৩৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬৫২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৮৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৩২৮৪৪৬৫৯, রিলিফার্স : ৯৮৬২৭৮৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব ৮৭৯৪৪১ ৫৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৫৩৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ণ আড্ডালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এস), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৬৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটান ক্লাব : ৯৭৭৪৫১৭৫৫৮, তরুণ সংঘ : ৮৭৩৭৩০৩২৪৩, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৪৩৫৭২৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১২৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়ুথ অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৩, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৫৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৩৯৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিফার্স : ৮৮৩৭০২২৫৩৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৩, আমন্ত্রক ক্লাব : ৭০০৫৬৫০০৩৫/৯৪৩৬৫৩১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৬৩৫৪৫৮৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৫০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৫৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

হতে পারে অ্যালার্জিও !

একসময়ে যা ছিল সংস্কৃতির অঙ্গ, এখন তা-ই হাল ফ্যাশন। খোলা পিঠ, পা-হাতের ত্বকে উঁকি দেওয়া রং-বেরঙের নকশা বিগত পাঁচ-ছয় বছর

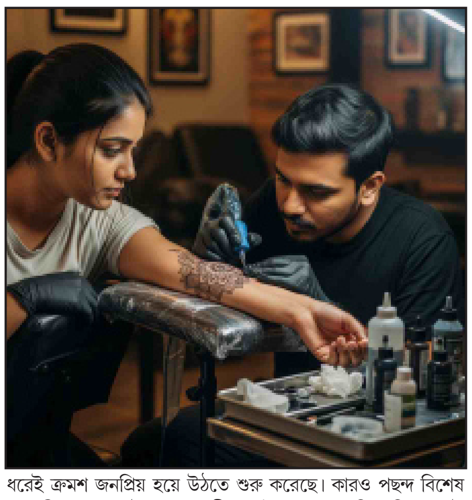

ধরেই ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কারও পছন্দ বিশেষ মানুষটির নাম, কেউ আবার শরীরে আঁকছেন আধ্যাত্মিক চিহ্ন, কেউ বেছে নিচ্ছেন প্রেমের উক্তি। তারকা থেকে আমজনতার শরীরের নানা অংশে এখন উঁকি দিয়ে যায় ট্যাটু। গত কয়েক বছরে সাজসজ্জার অঙ্গ হয়ে হয়ে উঠেছে তা।

আপনিও কি সেই স্রোতেই গা ভাসাচ্ছেন? তা হলে বরং একটু ভেবে নিন।জয়পুরের একটি হাসপাতালের ত্বকের রোগের চিকিৎসক ডিম্পল কোঠারি সতর্ক করছেন, ট্যাটুর কালি অনেক সময় অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। অনেক কালিতেই নিকেল, ক্রোমিয়াম, কোবাল্টের মতো ধাতু, খনিজ থাকে। যা থেকে অ্যালার্জি হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। এবং দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতির সম্ভাবনাও এতে থেকে যায়।

ক্ষতি এড়াতে কী করণীয়?

প্যাচ টেস্ট: শখপূরণ করতে হলে তাই বাড়তি সতর্কতাও জরুরি। বিশেষত ত্বকের ধরন স্পর্শকাতর হলে ঝুঁকি বাড়ে। সে কারণেই জরুরি প্যাচ টেস্ট। যদি ত্বকের অনেকটা অংশ জুড়ে ট্যাটু করাতে হয়, তা হলে অবশ্যই অল্প একটু স্থানে কালি ব্যবহার করে দেখা দরকার ত্বকে জ্বালা, চুলকানি, ফুলে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়ার মতো কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না।

স্বাস্থ্যবিধি: যে স্টুডিও থেকে কাজটি করানো হচ্ছে সেখানে স্বাস্থ্যবিধি কতটা মানা হয় দেখা দরকার। হাইপো অ্যালার্জিক কালি ব্যবহার হলে ঝুঁকি কম থাকে। তা ছাড়া একবারই ব্যবহারযোগ্য স্টেরেলাইজ নিড বা সূচ ব্যবহার হচ্ছে কি না দেখা প্রয়োজন। দস্তানা পরে কাজটি করলেও সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।

ট্যাটু করানোর পরে যত্ন: ট্যাটু করানোর পরেও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত দরকারি।কয়েকটি দিন সুইমিং পুলে না নামা, ট্যাটুর স্থানে সরাসরি সূর্যালোক না লাগানো, প্রসাধনীর ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া দরকার। যদি কোনও কারণে ট্যাটু করানোর পর জ্বালা যন্ত্রণা হয়, স্থানটি ফুলে ওঠে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত।

রামের বালিবধ - একটি বিশ্লেষণ

অভিজিৎ দেব

যে মানুষটি ''নরচন্দ্রমা'' তিনি রঘুকুলোপতি রামচন্দ্র। রামচন্দ্র পুরুষ শ্রেষ্ঠ। তাঁর গুণাবলীর জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনবন্দিত। তবে সর্বজনের আদর্শ রামচন্দ্র কিছু কিছু কার্য্যাবলীর জন্য বহু ক্ষেত্রে সমালোচিতও হয়েছেন। যেমন বালী বধ। আজ আলোচনা হবে রামচন্দ্রকে বালিবধের জন্য যে সমালোচনা করা হয়, রামচন্দ্র সত্যিই বালিবধ করে কোনো অন্যায় করেছিলেন কি না সে প্রসঙ্গে। তাই প্রথমে রামচন্দ্রের বালিবধ কর্মটি ঠিক কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তার একটু বিশ্লেষণ দরকার।

আমরা জানি রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাদেবীকে একলা পরিত্যাগ না করার আদেশ সত্ত্বেও মারিচ-অনুসারী রামকে রক্ষা করতে ছুটে গেলেন লক্ষণ। এ সুযোগে রাবণ সীতাকে পঞ্চবটি থেকে হরণ করে নিলেন। লক্ষণের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এসে সীতাকে না পেয়ে উন্মত্ত হয়ে সীতাদেবীর খোঁজ করতে লাগলেন রাম। বন থেকে বনান্তরে সীতার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত দনুপুত্র কবন্ধের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। কবন্ধের কাছে রাম সীতার হরণকারী কে ও তাঁর অবস্থান কোথায় জানতে চাইলেন। কবন্ধ জানালেন সীতাদেবীর অবস্থান একমাত্র জানেন সুগ্রীব। কবন্ধ আরও জানান একমাত্র সুগ্রীবের সহায়তাতেই সীতাকে উদ্ধার করতে পারবেন রামচন্দ্র। বর্তমানে ভ্রাতা বালী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে বসবাসকারী সুগ্রীব পৃথিবীর সকল রাক্ষসের বাসস্থান অবগত আছেন। সুতরাং রাম যেন অতিসত্বর সুগ্রীবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তারপর কবন্ধ নির্দেশিত পথে রাম অগ্রসর হয়ে পম্পা সরোবর অতিক্রম করে ঋষ্যমূক পর্বতে এসে উপস্থিত হন।সুগ্রীব ভাবলেন তাঁরা বোধহয় বালীর গুপ্তচর। ফলে ভীত সুগ্রীব হনুমানকে পাঠালেন রাম লক্ষণের আগমনের হেতু জানতে। রামচন্দ্র হনুমানের নিকট সীতাহরণের যাবতীয় বৃত্তান্ত জানিয়ে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করলেন।সব শুনে সুগ্রীব আলিঙ্গন করলেন রামচন্দ্রকে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে সাক্ষী রেখে রামচন্দ্র ও সুগ্রিবের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। আনন্দিত সুগ্রীব বললেন --

'ত্বং বয়স্যোহসি হৃদ্যো মে হ্যেকং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ' - যার বাংলা অর্থ ''আজ হইতে তুমি আমার পিয় সখা। আমরা উভয়ে পরস্পরের সুখে ও দুঃখে সমানভাগী হইব''। তখন সুগ্রীবও নিজের বন বিচরণের কথা রামলক্ষণকে জানালেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সুগ্রীব এই দুর্গম বনে আশ্রয় নিয়েছেন। বালী সুগ্রীবের স্ত্রীকেও অপহরণ করেছে। বালীর ভয়ে ভীত সুগ্রীব রামচন্দ্রের নিকট তাই অভয় প্রার্থনা করলেন। রাম হেসে বললেন -- হে মহাকপি, উপকারের ফলে যে মিত্র লাভ হয় তা তাঁর জানা আছে। জানালেন তাঁর স্ত্রীর অপহরণকারী বালীকে রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা হত্যা

করবেন। এখানে সুগ্রীব কীভাবে বড় ভাই বালী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন তা আলোচনা করা দরকার। মায়াবী নামক অসুরকে বধ করতে গিয়ে বালী এক বছরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন না। তখন বড় ভাই বালীকে মৃত ভেবে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসন আরোহন করলেন সুগ্রীব। তাঁর রাজত্ব চলতে থাকল সেখানে। কিন্তু হঠাৎ রাক্ষসবধ করে ফিরে এসে সুগ্রীবকে রাজত্ব করতে দেখেই বালী রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। বালী সুগ্রীবকে রাজত্ব হতে বিতাড়িত করেন। সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে হরণ করে নিয়ে যান নিজের ডেরায়।বোঝা যায় বালীর ভয়েই সুগ্রীবের আজ এই মরণদশা। মতঙ্গমুনির অভিশাপহেতু বালী ঋষ্যমূক পর্বতে আসতে ভীত বলেই সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় নিয়ে কোনমতে নিজের প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।রামচন্দ্রকে পেয়েও সুগ্রীব যে কারণে বিশ্বাসী হতে পারছিলেন না। মহাবলশালী বালীকে রামচন্দ্র পরাজিত করতে পারবেন কিনা সুগ্রীব এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করলে রাম পায়ের আঙুল দ্বারা দুন্দুভির অস্থিমাত্রাবিশিষ্ট দেহ শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন ও সাতটি তালবৃক্ষ একটি মাত্র বাণ দ্বারা একবারেই ছেদন করলেন। এভাবে সুগ্রীবের মনে রামের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাল।বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে রামচন্দ্র এবার সুগ্রীবকে নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু যুদ্ধরত দুই ভাই বালী আর সুগ্রীবের দেহের আকৃতি, অলংকার,বেশভূষা দেখে রামচন্দ্র ঠাহর করতে পারছেন না কে সুগ্রীব আর কে বালী। ফলে প্রথম দিনের যুদ্ধশেষে আহত সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে ফিরে রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। জবাবে রামচন্দ্র জানান তাঁদের দুজনের রূপসাদৃশ্য রামচন্দ্রকে তীর নিক্ষেপ করতে বাধা দিয়েছে। পরের দিন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে চিহ্নিত করার জন্য গজপুষ্পী নামক লতা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে দেন।আবার যুদ্ধ শুরু হল। রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি আজ বালীকে বধ করবেনই। রাম আজ অবশ্যই বালীকে বধ করবেন এই বিশ্বাসে সুগ্রীবও প্রবল বিক্রমে লড়তে লাগলেন। এদিকে বালিপত্নী তারা বালীকে যুদ্ধে যেতে বারণ করলেন কারণ বালীর প্রতিপক্ষ যিনি তিনি মহাত্মা, জ্ঞানসম্পন্ন, পিতা অনুগত ও গুণরাজির আধার শ্রীরামচন্দ্র। অতএব বালিপত্নীর ইচ্ছা বালী যুদ্ধ না করে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করুন। কিন্তু বালী শুনলেন না। রামচন্দ্র নীতিপরায়ণ, ধর্মসংস্থাপক। বালীর ধারণা ছিল অপরের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় রামচন্দ্র নিশ্চই বালীকে বধ করবেন না। সে জন্যই স্ত্রীর কথা না শুনে বালী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাম ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী। বিনা অপরাধে বালীকে রাম সমাজকেই বা কী জবাব দেবেন - এ ছিল বালীর বিশ্বাস। তাছাড়া বালীর মাংসও তো অভক্ষ্য। আর সীতা উদ্ধারের জন্য যদি রাম সুগ্রীবের বন্ধুত্ব কামনা করেন, তবে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে দেওয়া তো বালীর বাঁ হাতের কাজ। তবু যুদ্ধ করতে করতে যখন সুগ্রীব ক্লান্ত হীনবল হয়ে পড়লেন, ঠিক তখনই রামচন্দ্র আড়াল থেকে বাণ বিদ্ধ করলেন বালীকে

এই বালিবধ রামচন্দ্রকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছে নানাভাবে। রামচন্দ্রের নিন্দনীয় কার্য্যাবলীর মধ্যে বালিবধ অন্যতম। সমালোচকদের মতে বালী রামচন্দ্রের সঙ্গে কোনো শত্রুতা করেননি। রামের মতো ধার্মিক পুরুষ তাহলে কোন যুক্তিতে বালীকে বধ করলেন? তাছাড়া ক্ষত্রিয়তেজের প্রকাশ তো সম্মুখ সমরে। লুকিয়ে থেকে কাউকে অতর্কিতে হত্যা করা কাপুরুষের কাজ, ক্ষত্রিয়ের নয়। রঘুকুল শিরোমণি রামচন্দ্রের মত একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও বীরের পক্ষে এমন হীন কাজ কীভাবে সম্পন্ন হল, এ প্রশ্ন রামচন্দ্রকে সমালোচনায় বিদ্ধ করে।

সকল অভিযোগের উত্তর পাওয়া যায় কিষ্কিন্ধ্যা পর্বেই। সেখানে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বালীর কটাক্ষে রামচন্দ্র বলছেন, বালী ধর্ম অর্থ কাম ও লোকাচার না জেনেই রামচন্দ্রকে নিন্দা করছে।এই শৈলকানন সমন্বিত দেশখানা ইক্ষাকুগণের অধিকৃত। ধর্মাত্মা ভরত শাসনকর্তা এ দেশের। তাছাড়া রামচন্দ্র এবং অন্য রাজারা ধর্মের প্রসার কামনায় ভরতের আদেশেই পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করছেন। সেখানে বালী নিতান্তই কামপরায়ণ। সে রাজ ধর্ম পালন করে না। বালীর বিগর্হিত কর্মে ধর্ম পীড়িত হয়েছে বলে রামচন্দ্র বালীকে অভিযুক্ত করে বলেন, ভ্রাতৃজায়া রুমাকে অবগাহন করে বালী সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। বালীকে পাপাচারী বলে অভিযুক্ত করেছেন রামচন্দ্র। সুগ্রীব জীবিত --- তথাপি কামাসক্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী রুমাকে বালী ধর্ষণ করেছে। তাই এ বধধর্ম বালীর জন্যে বিহিত। তবে শুধু এতটুকু কারণ যথেষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে।আসলে দনুপুত্র কবন্ধের কাছে রাম জেনেছিলেন, একমাত্র সুগ্রীবের সহায়তায় রামচন্দ্র তার প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীকে খুঁজে বার করতে পারবেন। তাই তিনি ঋষ্যমূক পর্বতে এসে উপস্থিত হন। সুগ্রীবের সঙ্গে পরিচয় করে রাম আরও জানতে পারলেন,রামচন্দ্রের মত সুগ্রীবও ভাগ্যহত। কারণ সুগ্রীবও রাজ্য হতে নির্বাসিত এবং তাঁর প্রত্নীকেও বালী হরণ করে নিয়েছেন। বনে নির্বাসিত ও স্ত্রী বিরহে কাতর রামচন্দ্রের মানসিক যন্ত্রণা সুগ্রীবের মত আর কেউ বুঝতে পারত না। যে কারণে রামচন্দ্র বোধহয় একাত্ম হয়ে পড়লেন সুগ্রীবের সঙ্গে। তাছাড়া অগ্নিসাক্ষী করে রাম সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। তারা একজন আরেকজনের সুখে দুঃখে সাথী হবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। রামচন্দ্রের ন্যায় এমন মর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ বিনা উপকারে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন না। তাছাড়া বালিবধ সম্পন্ন না হলে বালীর ভয়ে ভীত সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বত হতে অন্যত্র যেতেও পারতেন না। সেক্ষেত্রে সুগ্রীবের পক্ষে সীতার অন্বেষণ অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।তাই উপায় না দেখে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করবার জন্য রাম সুগ্রীবকে অনুরোধ করলেন। যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হীনবল হয়েছেন সুগ্রীব, ঠিক তখনই রাম সুগ্রীবকে রক্ষা করবার জন্য বালীকে বাণ দ্বারা আহত করেছেন, এবং এখানেই উঠে গেছে প্রশ্ন।

ধার্মিক হয়েও বিনা শত্রুতায় বালীকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হলেন না কেন রামচন্দ্র?

এই অভিযোগের উত্তরে রাম বলেছেন বালী কর্তৃক কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে অভিগমন করার অপরাধেই রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করেছেন। কারণ ধর্ম রক্ষাই ধার্মিক রামচন্দ্রের অবশ্য কর্তব্য। অধর্ম বিনাশের জন্য রামচন্দ্রের ধরাধামে আগমন। ধর্ম রক্ষার্থে রামকে তাই বালী বধ করতেই হবে।এখানে আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্যণীয়। রাম সুগ্রীবের কাছে অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি সুগ্রীবের সহায়তা করবেন।একজন ক্ষত্রিয় বীরের কাছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আরও বড় অপরাধ। বালীকে যদি রাম হত্যা না করেন তবে সীতা উদ্ধারও সম্ভব হত না কারণ বালী বেঁচে থাকলে সুগ্রীবের পক্ষে রামের সহায়তা করা অসম্ভব ছিল।

এখন অনেকের প্রশ্ন - বালী নিজেও তো সীতা উদ্ধারে রামচন্দ্রের সহায়ক হতে পারতেন এবং সে কথা বালী নিজেও বলেছেন রামকে। কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে যে,বালীও যে রামচন্দ্রকে সহায়তা করতে পারতেন --রামচন্দ্র তা জানবেন কীভাবে? কারণ দনুপুত্র কবন্ধ তো শুধু সুগ্রীবের কথাই বলেছেন রামকে, বালীর কথা তো কবন্ধ বলেনই-নি। এখানে আরও অভিযোগ উঠে রামের বিরুদ্ধে যে, সুগ্রীব নিজেও তাঁর বড় ভাই বালীর স্ত্রী তারাকে অভিগমন করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে তবে রামের ধর্মরক্ষার প্রশ্ন আসল না কেন?

এর উত্তর হল, এ ঘটনাটি রামচন্দ্রকে অবগতই করেননি সুগ্রীব। এমনকী বাল্মীকি রামায়ণেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া রামের বন্ধু, বিশেষত কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের নিকট কিছু বলতে কার-ই বা সাহস থাকবে! ফলে এক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে দোষারোপ করা যাচ্ছে না বলে মনে হয়।

তাছাড়া আরও অভিযোগ হল, রামচন্দ্র লুকিয়ে থেকে কাপুরুষের মতো বালীকে হত্যা করেছেন। এখানে বলা যায়, রাম বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করবেন কীভাবে? বাস্তবিক পক্ষে বালীর সঙ্গে রামের কোন শত্রুতাই ছিল না।ফলে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া কেবলমাত্র বন্ধু সুগ্রীবের শত্রু বলেই বালী রামেরও শত্রু হয়েছেন, কারণ রাজনীতিতে মিত্রের শত্রুও নিজের শত্রু বলেই পরিগণিত হয়।ঠিক যেমন আজকের বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রামচন্দ্র কি আজকের বিশ্ব রাজনীতির ঝলক দিয়ে গেলেন? জানি না তবে, রামায়ণের মূল প্রসঙ্গে ফিরে বলতে চাই, বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সুগ্রীব যখনই ক্লান্ত হীনবল হয়েছেন - একমাত্র তখনই রাম বালীকে হত্যা করেছেন। রাম যদি সে অবস্থায় বালীকে হত্যা না করতেন তবে সুগ্রীব নিজেই বালী কর্তৃক নিহত হতেন। তখন রাম সুগ্রীবের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হত না এবং সীতা উদ্ধারও অনেক দূরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত রামের পক্ষে।

অনেকে বলেন,রাম বালীকে সরাসরি যুদ্ধে আহ্বান করলেন না কেন। বাল্মীকি রামায়ণ খুব খুঁটিয়ে পড়ে মনে হয়েছে, রাম যদি বালীকে সরাসরি যুদ্ধে আহ্বানও করতেন, তথাপি পরিস্থিতি জটিল হত। কারণ বালী রামচন্দ্রের পরিচয় জানতেন।বালী জানতেন রাম কেন সুগ্রীবের পক্ষ নিয়েছেন। ফলে বালী সম্মুখ সমরে আগত রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কোন সদোত্তর দেওয়া রামের পক্ষে সম্ভব হত না বলে মনে হয়।রাম শুধু বউকে উদ্ধার করতে আসেননি, এসেছেন অধর্মের নাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে। তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে,হয়ত বালী নিজেই সীতাকে উদ্ধার করে দিতে চাইতেন এবং ওই অবস্থায় রামের অবস্থা হত ত্রিশঙ্কুর মত। তখন বালীকে রাখবেন, না সুগ্রীবকে রাখবেন - এই দ্বিধা দ্বারা আক্রান্ত হতেন রামচন্দ্র। তাই সকল দিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে রামচন্দ্রের ''বালী বধ'' অন্যায় নয় বলেই বলে হয়। তাছাড়া মৃত্যুর আগে আহত স্বামী বালীকে আলিঙ্গন করে স্ত্রী তারা কিন্তু বালীকে দোষারোপই করেছেন সুগ্রীবকে নির্বাসিত করে তাঁর স্ত্রীকে হরণ করার জন্য। তাঁর কথা শোনেননি বলেই আজ বালীর এই অবস্থা হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া মৃত্যুর আগমুহূর্তে বালী যা বলেছেন সুগ্রীবকে তাও উল্লেখ করতে হয়। বালী সুগ্রীবকে স্নেহবশে নিজের পাপ স্বীকার করেছেন। বলেছেন তার ভাগ্যে ভ্রাতৃপ্রেম নেই। যে কারণে আজ ভাগ্যের এরূপ করুন দশা তার। নিজেই নিজেকে দোষী মেনেছেন মহাবলী বালী। এভাবে সবদিক বিচার বিবেচনা করলে এটা বোঝা যায় যে, রামচন্দ্রের হাতে বালিবধ মূলত অধর্মনাশে ধর্ম প্রতিষ্ঠা। সেখানে দোষাবহ খুব একটা নেই।

ভিজে বিড়াল

সুমিত চক্রবর্তী

ভিজে কথা আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে আদ্র অথবা সিক্ত। বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে পথ কুকুর ভিজে অবস্থায় দেখা যায় কিন্তু সাধারণভাবে বর্ষার বৃষ্টিতে বিড়ালকে ভিজে অবস্থায় দেখা যায় না। কারণ কুকুর অপেক্ষা বিড়াল বেশি চালাক। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। এই সমাজ ও সংসারে বহু মানুষ ভিন্ন ভিন্ন আচার, ব্যবহার, বিচার, বুদ্ধি ও বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়। সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মানুষ সকলে কিন্তু তবুও সমাজে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। সেটা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনায়। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি সব মানুষের এক ধরনের হয় না, তারতম্য থেকে যায়। সেটা অস্বীকার করা যাবে না। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে বুদ্ধি বিবেচনার

ক্ষেত্রে কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে একটা প্রভেদ দেখা যায় সেটা হচ্ছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে কুকুর অপেক্ষা বিড়ালের বুদ্ধি বিবেচনা ও তীব্রতা অনেক গুণে বেশি থাকে সাধারণ নিয়মে কুকুর, বিড়াল গৃহপালিত প্রাণী। তবে হ্যাঁ এ কথা বলা যেতে পারে যে কুকুর বিড়াল অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী কিন্তু অন্যদিকে বিড়ালের গতিবেগ এবং চালাকি ও তীব্রতা বেশি থাকে।ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। আর যাই হোক কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে ভিতী প্রদ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।ইহা অস্বীকার করা যাবে না। তবে যাই হোক এ কথা বলা যেতে পারে যে ভিজে বিড়াল অর্থাৎ দেখতে সরল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরকম ব্যাপার নয়ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যাই হোক ভিজে শব্দের মধ্যে যেমন সরলতা থাকে তেমনি থাকে চাতুরি,ভন্ডামি ও বুজরুকি তেমনি এই সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যেও সেই ভিজে বেরালে সম্পর্ক বা চাতুরতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ প্রত্যেক মানুষের আচার বিচার এবং সমাজ ও সামাজিক ব্যবহারিক জীবন দর্শনে পার্থক্য থেকেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জাতীয়তা লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পড়ে পার্থক্য থেকেই যায় যা মানুষের কাজকর্মের মধ্যে প্রকাশ পায়। সেটা অস্বীকার করা যায় না। এই সমাজে সংসারে দেখা যায় কোন মানুষ সৎ ও সরল প্রকৃতির হয়, কাজকর্মের মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় অর্থাৎ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায়। সুতরাং এর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সৎ মানুষ কখনো ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে না। কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি মানুষ ঠকানোর জন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে সেটা ভিজা বিড়ালের কর্মের সঙ্গে তুলল মূল্য ভাবে সমান তাদের দেখতে সরল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চতুর এবং দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যা সরলতার আশ্রয় ঢাকা থাকে এমন এক অবস্থায় আছে। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সমাজে ভুজুংভাজুং দিয়ে অর্থাৎ উল্টাপাল্টা মানুষকে মিথ্যা ও তুচ্ছ যুক্তির সাহায্যে নেয় যাতে মানুষ তার চালাকি বুঝতে পারে না। ঠকবাজ মানুষ তার নিজের চালাকি ঢেকে রাখে সরলতার আচ্ছাদনে।

ইটালিতে মোদীর 'চকোলেট-কূটনীতি'!

মেলোনির সঙ্গে বৈঠকে গুরুত্ব পেল বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

নয়াদিল্লিঃ ছ'দিনের বিদেশ সফরে পঞ্চম তথা শেষ গন্তব্যে গিয়ে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইউরোপের দেশ ইটালিতে। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে তাঁর বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় একাধিক ক্ষেত্র নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। সই হয়েছে কয়েকটি চুক্তি। মেলোনিকে দেওয়া মোদীর উপহারের 'নাম বিভ্রাটে' বুধবার চকিত-উত্থানের সাক্ষী হয়েছে শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি, মোদীর দেশের প্রত্যাবর্তনের ঠিক আগেই বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর 'গদ্দার'-মন্তব্যের জেরে ঘরোয়া রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ঘুরে বুধবার ইটালিতে পৌঁছোন মোদী। তাঁর বিমান রোমে অবতরণ করার পরেই এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, 'এই সফরের মূল লক্ষ্য হবে ভারত-ইটালি সহযোগিতা কী ভাবে বৃদ্ধি করা যায়'। চলতি বছরের শুরুতেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এক বাণিজ্যচুক্তি করেছে ভারত। এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকার উপর ভারতের নির্ভরতা কমানো। সেই চুক্তি স্বাক্ষরের পর এটাই ছিল মোদীর প্রথম ইউরোপ সফর। এর আগে ২০২৪ সালের জুনে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ইটালিতে গিয়েছিলেন তিনি।চকোলেট বিভ্রাটমোদীকে বুধবার রোমের ভিলা ডোরিয়া পামফিলিতে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান ইটালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি। সেখানেই হয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। সাক্ষাৎপর্বে মেলোনিকে 'পার্লে মেলোডি' চকোলেট উপহার দেন মোদী। ইটালির প্রধানমন্ত্রী সেই উপহারের ১২ সেকেন্ডের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন 'রোমে স্বাগত, আমার বন্ধু'! এর পরেই হইচই পড়ে যায় মুম্বইয়ের দালাল স্ট্রিটে। 'পার্লে'-র শেয়ার কেনার ধুম পড়ে যায়। হঠাৎ করে বাড়ে সংস্থার শেয়ারদর। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানা যায়, এই 'পার্লে', সেই 'পার্লে' নয়। সমনামী অন্য এক সংস্থার শেয়ার কিনেছেন বাজারে লগ্নিকারীরা, যার সঙ্গে 'মেলোডির' কোনও

সম্পর্কই নেই। মোদীর চকোলেট-কাণ্ডকে কটাক্ষ করে রাহুল এক্স পোস্টে লেখেন 'আমাদের মাথার উপর দিকে অর্থনৈতিক ঝড় বয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইটালিতে গিয়ে চকোলেট বিলি করছেন। কৃষক, যুবসমাজ, মহিলা, শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী-সকলের চোখেই জল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হাসছেন, হাসিমুখে রিল বানাচ্ছেন। আর তা দেখে শুধু বিজেপির লোকেরা হাততালি দিচ্ছে। কোনও নেতৃত্ব নয়, এটি প্রহসন'।ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে ওই ভিডিয়ো পোস্ট হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে লাফিয়ে বৃদ্ধি পায় 'পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর শেয়ারদর। তবে এই সংস্থার সঙ্গে 'মেলোডি'র কোনও যোগ নেই। 'পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজ' মূলত রিয়্যাল এস্টেট এবং পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়া কাগজ, কাগজের বর্জ্য থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যও তৈরি করে এরা। অন্য দিকে, 'মেলোডি' চকোলেট তৈরি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংস্থা পার্লে প্রোডাক্ট। এটি ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত পার্লে-বিসলেরি লিমিটেডের অধীনস্থ একটি সংস্থা ছিল। তবে এখন এর সঙ্গে পার্লে বা বিসলেরি গোষ্ঠীর কোনও যোগ নেই। এই পার্লে প্রোডাক্ট শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোনও সংস্থাও নয়। দুই সংস্থার নামের সঙ্গেই 'পার্লে' জুড়ে থাকায় লগ্নিকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল।কী হল মোদী-মেলোনি বৈঠকে২০২৯ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০০০ কোটি ইউরোতে (সাড়ে ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি) পৌঁছোনোর যৌথ লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন দুই প্রধানমন্ত্রী। প্রতিরক্ষা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং জ্বালানি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক নিবিড় করার কথা জানানো হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে।ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরান-সহ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালীতে সঙ্কটের প্রসঙ্গও এসেছে যৌথ বিবৃতিতে। বৈঠকের পরে মোদী বলেন, ''প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন আমাদের অংশীদারির চালিকাশক্তি। এআই, কোয়ান্টাম, মহাকাশ এবং অসামরিক পারমাণু শক্তির মতো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।'' ২০২৩ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৪০০ কোটি ইউরো। ২০২৯-এই তা ২০০০ কোটি ইউরোয় পৌঁছোবে বলে জানান তিনি। সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ''দু'দেশের স্টার্টআপ, গবেষণা কেন্দ্র এবং শিল্পক্ষেত্রকে সংযুক্ত করতে আমরা ভারত-ইতালি ইনোভেশন সেন্টার নিয়ে কাজ করছি।''জাহাজ চলাচল, বন্দর আধুনিকীকরণ, লজিস্টিকস এবং ব্লু ইকোনমি আগামী দিনে নয়াদিল্লি-রোম সম্পর্কের অন্যতম ভরকেন্দ্র হবে বলেও জানান মোদী। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ''হেলিকপ্টার, নৌ-প্ল্যাটফর্ম-সহ সমুদ্র-যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্র এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থাসংক্রান্ত অংশীদারিত্ব বাড়ানো হবে।'' দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত-পশ্চিম এশিয়া-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (আইএমইসি)-এ সহযোগিতার কথাও ঘোষণা করেছেন। মেলোনি জানিয়েছেন, বিশেষত ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও দক্ষ কর্মীদের যাতায়াত বাড়াতে এবং শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে গাজায় যাওয়া জাহাজ আটক করা নিয়ে ইজরায়েলের সমালোচনা করেন মেলোনি! 'গদ্দার' মন্তব্য এবং 'ভুল মানচিত্র'লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বুধবার তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র রায়বরেলীতে এক জনসভায় বলেন, ''এরপর কোনও আরএসএস নেতা যদি আপনার বাড়িতে আসে, তাঁরা যদি নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহর কথা বলেন, তা হলে তাঁকে পালটা বলুন, 'আপনার প্রধানমন্ত্রী গদ্দার, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গদ্দার, আরএসএস গদ্দার। আপনারা ভারত বেচার কাজ করছেন, আপনারা সব স্বশাসিত সংস্থাকে আক্রমণ করছেন, আপনারা আমাদের সংবিধানকে আক্রমণ করছেন, অম্বেডকরকে আক্রমণ করছেন, মহাত্মা গান্ধীকে আক্রমণ করছেন'।'' রাহুলের মন্তব্যের পরেই 'প্রধানমন্ত্রীর অবমাননা' অভিযোগ তুলে পাল্টা প্রচারে নেমেছে বিজেপি। পাশাপাশি পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে রাহুলের 'সমাজমাধ্যম টিম' নরওয়ের পতাকার বদলে সুইডেনের পতাকা ব্যবহার করেছে।

নামের মিলে ছুটল লোকসানে থাকা পার্লের স্টক

মোদীর 'মেলোডি' উপহারে মেলোনির সঙ্গে লগ্নিকারীদের মুখও মিষ্টি!

নয়াদিল্লি ঃ উপহারের এক বাক্স 'মেলোডি' চকোলেট। রোমসফরে গিয়ে ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির হাতে যা তুলে দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শেয়ারবাজারে ঝড় তুলল পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের স্টক! ফলে বাম্পার রিটার্ন পেয়েছেন এর লগ্নিকারীরা। যদিও গোটা ঘটনার নেপথ্যে নামের মিলকেই দায়ী করেছে এ দেশের তাবড় ব্রোকারেজ ফার্ম।

বুধবার, ২০ মে বাজার খোলার পর কিছুটা নিম্নমুখী হয় পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের স্টক। সকাল ১০:১৫ মিনিট নাগাদ উপরের দিকে ছুটতে শুরু করে এর শেয়ার, যা দিনভর অব্যাহত ছিল। বিকেলে বাজার বন্ধ হলে দেখা যায় এর সূচক বেড়েছে পাঁচ শতাংশ। এর জেরে বর্তমানে স্টকটির দাম দাঁড়িয়েছে ৫.২৫ টাকা।

মিড ক্যাপ সংস্থা পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দর গত এক সপ্তাহে সাত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া শেষ এক মাসে ৩.৯৬ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এর সূচক। তার পরেও এই স্টকটিকে দুর্দান্ত লাভজনক বলছেন না কেউই। কারণ, গত ছ'মাস এবং এক বছরে পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম কমেছে যথাক্রমে ৪৫.৩১ এবং ৬৮.০৯ শতাংশ।

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ কেন ঊর্ধ্বমুখী হল পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের স্টকের সূচক? ব্রোকারেজ ফার্মগুলির দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে মেলোনিকে উপহার দেওয়া মোদীর 'মেলোডি' চকলেটের বাক্স। এই ক্যান্ডি তৈরি করে পার্লে প্রোডাক্টস নামের একটি ভোগ্যপণ্য সংস্থা। তাদের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে রয়েছে পার্লে-জি, মোনাকো, ক্র্যাকজ্যাক, ম্যাঙ্গো বাইট এবং পপিন্স। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে থাকা পার্লে প্রোডাক্টস ভারতীয় শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত সংস্থা নয়।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, 'মেলোডি' চকলেট তৈরির সঙ্গে পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের কোনও সম্পর্ক নেই। সফঅয়্যার রফতানি ও রিয়্যাল এস্টেটের ব্যবসা রয়েছে তাদের। আর্থিক বিশ্লেষকদের দাবি, দু'টি সংস্থার নামের বানান এবং উচ্চারণ এক হওয়ায় পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজকে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা ভেবে ঢালাও বিনিয়োগ শুরু করেন লগ্নিকারীরা। এর জেরে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এর সূচক।

ব্রোকারেজ ফার্মগুলির অনুমান, বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় আগামী দিনে দুরন্ত গতিতে না-ও ছুটতে পারে পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের স্টক। উল্টে মুনাফা তুলে নিতে এর শেয়ার বিক্রিতে লগ্নিকারীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ দিন মোটের উপর অবশ্য ভাল পারফরম্যান্স করেছে বাজার। ৭৫,৩১৮.৩৯ পয়েন্টে দৌড় থামায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) শেয়ার সূচক সেনসেক্স। এতে ১১৭.৫৪ পয়েন্টের বৃদ্ধি পেয়েছেন লগ্নিকারীরা।

একই ভাবে দিনভর ঊর্ধ্বমুখী ছিল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জও (এনএসই)। দিনশেষে ২৩,৬৫৯ পয়েন্টে পৌঁছোয় নিফটি-৫০। ৪১ পয়েন্ট বেড়েছে এই বাজারের সূচক, শতাংশের নিরিখে যা ০.১৭। অন্য দিকে সেনসেক্সের বৃদ্ধি হয়েছে ০.১৬ শতাংশ।

বিশ্বের সবচেয়ে তপ্ত ১০০টি শহরের সব ক'টিই ভারতে! নজিরবিহীন তাপপ্রবাহের তালিকায় ঠাঁই পেল কারা?

নয়াদিল্লিঃ মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটেতে নতুন নজির গড়ল ভারতের আবহাওয়া! দেখা গেল, একিউআই ডট ইন-এর লাইভ তাপমাত্রা র‌্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ ১০০টি শহরের সব ক'টিই ভারতে!ওই তালিকায় নয়াদিল্লি, ফরিদাবাদ, চণ্ডীগড়, আগরা, অযোধ্যা, গ্বালিয়র, কোটা, রায়পুরের মতো তাপপ্রবাহের জন্য পরিচিত শহরের পাশাপাশি জম্মু এমনকি, উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের কোলের শহর হরিদ্বারও ঠাঁই পেয়েছে। তালিকা দেখাচ্ছে, মঙ্গলবার দুপুরে ওই ১০০টি শহরের তাপমাত্রা ছিল ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।এর মধ্যে বঠিন্ডা, পঠানকোট, বরেলী, ঝাঁসি, কইথলের মতো শহরে সে সময় ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা ছিল। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মথুরা, ছত্তীসগঢ়ের ভিলাই এবং মহারাষ্ট্রের নানদেড় ও অকোলা শহরের তাপমাত্রা ছিল ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। মঙ্গলবারই উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, মেঘের স্থায়ী আচ্ছাদনের অভাব এবং নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক সৌর বিকিরণের কারণে উত্তর ভারতের সমতলভূমি এবং মধ্য ভারতের মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম থাকবে। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে এই তাপপ্রবাহ ২৪ মে পর্যন্ত চলতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন।

চালকের আসনে ১০ বছরের নাবালক! ভিড় কাটিয়ে যাত্রীসমেত চলল অটো, বিহারের ভিডিয়ো ভাইরাল

নয়াদিল্লিঃ ১০ বছরের এক নাবালকের হাতে অটোর নিয়ন্ত্রণ। পিছনে বসে রয়েছেন যাত্রীরা। রাস্তা দিয়ে দিব্যি অটো চালিয়ে নিয়ে আসছে সেই খুদে চালক। ভরা বাজারের মধ্যে দিয়ে অটোটি সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গেল নাবালককে। সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে ঘটনাটি বিহারের। নাবালকের অটো চালানোর দৃশ্যের ভিডিয়োটি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসতেই তা ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে। যদিও এই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম।সমাজমাধ্যমে দাবানলের মতো যে ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে দেখা গিয়েছে একটি জনাকীর্ণ রাস্তায় ১০-১২ বছর বয়সি এক বালক একটি অটোর চালকের আসনে বসে আছে। প্রথমে দৃশ্যটি দেখে কোনও স্টান্টের ভিডিয়ো বলে মনে হতে পারে। মজা করার জন্য বা শুধুমাত্র ছবির তোলার জন্য নাবালককে চালকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় অটোরিকশাটি খালি নয়। পেছনে যাত্রীরাও বসে আছেন। সকলকে অবাক করে দিয়ে নাবালক চালক গাড়িটি চালাতে শুরু করে। বাজারে থাকা লোকজন সেই দৃশ্যটি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসতেই ভিডিয়োটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভিডিয়োটি এক্স হ্যান্ডলে 'রমেশঅফিসিয়াল০' নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করার পর তা বহু মানুষ দেখেছেন। এক নাবালকের হাতে যাত্রীদের সুরক্ষার ভার তুলে দেওয়ায় অনেকেই বিষয়টি নিয়ে তুমুল সমালোচনা করেছেন। নেটাগরিকদের অনেকেই মনে করছেন অটোর যাত্রীরা নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত নন। আবার এ-ও হতে পারে যে, বালকটির গাড়িচালানোর দক্ষতার বিষয়ে অতিরিক্ত ভরসা করছেন।

ফিদেল কাস্ত্রোর ভাই রাউলের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল আমেরিকা!

নয়াদিল্লি ঃ কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে এ বার চার্জ গঠন করে ফেলল আমেরিকা। মার্কিন নাগরিকদের হত্যার ষড়যন্ত্র, বিমান ধ্বংস এবং চারটি খুনের অভিযোগে চার্জ গঠন হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ফিদেল কাস্ত্রোর ভাই রাউলের বিরুদ্ধে ৩০ বছরেরও বেশি আগে ওঠা অভিযোগে এত দিনে চার্জ গঠন করল মার্কিন বিচার বিভাগ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে উদ্ধারকারী বিমানে হামলা চালানোর ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে। ওই সময়ে 'ব্রাদার্স টু রেসকিউ' (আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়া ফিদেল-বিরোধীদের হাতে তৈরি একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান)-এর উদ্ধারকারী বিমান গুলি করে নামিয়েছিল কিউবার সেনা। তখন কিউবার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফিদেল। রাউল ছিলেন সে সময়ে কিউবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিউবার সামরিক বাহিনীর অঘোষিত প্রধান।

রাউলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের তদন্তের শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে। তবে ৯৪ বছর বয়সি কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাউলকে আমেরিকার আদালতে পেশ করানো যাবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফিদেলের পরে ২০০৮-২০১৮ সাল পর্যন্ত কিউবার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাউল। তার পরে ২০২১ সালে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানের পদ থেকেও অবসর নেন তিনি। তবে তিনি নেপথ্যে থেকে এখনও কিউবাকে

নিয়ন্ত্রণ করেন বলে মনে করা হয়। সংবাদসংস্থা এপি জানাচ্ছে, রাউলের বিরুদ্ধে আনা খুন ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাঁকে সশরীরে মার্কিন আদালতে হাজির করানো কতটা সম্ভব, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে।

আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ এ প্রসঙ্গে বলেন, ''তাঁর (রাউলের) বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তাই আমরা আশা করছি যে, তিনি স্বেচ্ছায় অথবা অন্য কোনও উপায়ে আদালতে হাজির হবেন।'' রাউলের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই কিউবাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, কিউবাকে 'মুক্ত করছে' আমেরিকা। এর পরে এই দ্বীপরাষ্ট্রটির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা তিনি এখনই বলতে পারছেন না বলেও জানান ট্রাম্প। যদিও এই মন্তব্যের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়।অন্য দিকে, কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়েজ-কানেল এই চার্জ গঠনের নিন্দা জানিয়েছেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। ১৯৯৬ সালের ঘটনাপ্রবাহকে বিকৃত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ মিগুয়েলের। রাউলের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের সমালোচনা করে তাঁর দাবি, এর কোনও আইনি ভিত্তি নেই। পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড: মূলচক্রীর নাম উল্লেখ এনআইএ চার্জশিটে, হামলার দিনেও পাকিস্তান থেকে এসেছিল 'রিয়্যাল টাইম' নির্দেশ!

নয়াদিল্লি ঃ পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল পাকিস্তান থেকে। জঙ্গিরা যে পাকিস্তান থেকে এসেছিল, তা আগেই জানা গিয়েছিল। এ বার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) জানাল, পুরো জঙ্গি হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল পাকিস্তানে বসে। শুধু তা-ই নয়, গোটা হামলা পাকিস্তান থেকেই 'রিয়্যাল টাইম'-এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের চার্জশিটে এমনটাই উল্লেখ করেছে এনআইএ। চার্জশিটে উঠে এসেছে হামলার সেই 'মূলচক্রীর' নামও। ২০২৫-এর এপ্রিলের ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আগেই উঠে এসেছিল পাকিস্তানি জঙ্গি সইফুল্লা ওরফে সাজিদ জাট ওরফে 'ল্যাংড়া'-র নাম। তিনি পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লশকর-এ-ত্যায়বা এবং তার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)-এর অন্যতম নেতা বলে সন্দেহ। এনআইএ-র চার্জশিটে এই সইফুল্লাকেই হামলার 'মূল অভিযুক্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, তিনি লাহৌর থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। এবং সেখান থেকেই পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন তিনি। চার্জশিটে এনআইএ জানিয়েছে, এই সইফুল্লা ভারতের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গিদের তালিকায় রয়েছেন। সূত্রের খবর, তিনি এখনও পাকিস্তানের কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পরপরই ওই হামলার দায়স্বীকার করেছিল টিআরএফ। 'কাশ্মীর ফাইট' নামে টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে হামলার দায়স্বীকার করেছিল তারা। কিন্তু পরে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসে

লশকরের ওই ছায়া সংগঠন। টিআরএফ পরে দাবি করে, পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ ছিল না। ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলটি হ্যাক করা হয়েছিল বলে দাবি করে তারা। উল্লেখ্য, এনআইএ-র তদন্তে উঠে এসেছে, 'কাশ্মীর ফাইট' নামে ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলটি পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বাট্টাগ্রাম এলাকায় বসে তৈরি করা হয়েছিল। পাশাপাশি আরও একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেটি চালানো হত রাওয়ালপিন্ডি থেকে।ওই জঙ্গি হামলার পরে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিদের খোঁজে 'অপারেশন মহাদেব' শুরু করেছিল ভারতীয় সেনা। ওই অভিযানে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তিন জঙ্গিকে হত্যা করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে যে মোবাইলগুলি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলিরও অন্তত দু'টি পাকিস্তানের কোনও একটি জায়গা থেকে কেনা হয়েছিল। তদন্তে এমনটাই উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে এনআইএ। চার্জশিট অনুযায়ী, ওই দু'টি মোবাইলের মধ্যে একটি কেনা হয়েছিল অনলাইনে। তার পরে সেটি পাঠানো হয়েছিল লাহৌরের 'কায়েদ-ই-আজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট'-এর একটি ঠিকানায়। অন্য মোবাইলটি কেনা হয়েছিল করাচির কোনও এক এলাকা থেকে।গত বছরের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। চার্জশিটে এনআইএ জানিয়েছে, তার আগে গত বছরের ১৫-১৬ এপ্রিল এলাকা রেকি করেছিলেন তিন জঙ্গি ফয়জল জাট ওরফে সুলেমান, হাবিব তাহির ওরফে ছোটু এবং হামজা আফগানি। পাকিস্তানে বসে থাকা সইফুল্লাই তাঁদের ওই এলাকা রেকি করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। পরে যে দিন হামলা হয়, সেই দিনও হামলাকারী জঙ্গিদের সঙ্গে লাহৌর থেকে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখেছিলেন সইফুল্লা। এনআইএ জানিয়েছে, পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের সঙ্গে সইফুল্লার 'রিয়্যাল টাইম' যোগাযোগ হয়েছিল হামলার দিনে। এনআইএ-র সন্দেহ, কোথায় জঙ্গিদের গোপন আস্তানা হবে, তাঁরা কী কী করবেন, হামলার পরে কী ভাবে পালাবেন, সেই সব নির্দেশই পাকিস্তান থেকে সরাসরি পাঠিয়েছিলেন ওই জঙ্গিনেতা।

বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন কে ঘুমে রেখে অবৈধ ভাবে চলছে জমি ভরাট

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। যাচ্ছেতাই ভাবেই চলছে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন। পুর এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে অবাধে চলছে নাল ও কৃষি জমি ভরাট। কোথাও প্রশাসনকে পাত্তা না দিয়ে, কোথাও আবার বাকা পথে প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই চলছে জমি ভরাট। ইতোমধ্যেই বিশালগড়ে বিভিন্ন এলাকায় , বিশেষ করে পুর এলাকায় অনেক নাল ও কৃষি জমি অবৈধ ভাবে ভরাট হয়ে গেছে। বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের একটি চক্র এই অবৈধ চক্রের সাথে যুক্ত বলেও মহকুমা শাসক অফিস চত্বরে গুঞ্জন। মহকুমা অফিসের উল্টো দিকে একাধিক দোকানে এই চক্র অবাধে কাজ করে চলছে। অজ্ঞাত কারণে চুপ মহকুমা প্রশাসন। তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে। চারমাস ধরে এই একই স্থানে অবৈধ উপায়ে নিজস্ব জমি ভরাট করছে স্থানীয় প্রভাবশালী নাগরিকরা। জানা যায় সরকারি একটি ওয়াল গত দুবছর পূর্বে হওয়া ভয়াবহ বন্যায় ভেঙে পরে। এরপর সেই ওয়াল সারাইয়ের কোনো উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই একাধিক প্রভাবশালীরা তাদের নাল ও কৃষি জমি ভরাট করে নিয়েছে। এরমধ্যে অধিকাংশই অবৈধ উপায়ে। আর মহকুমা শাসক নাকি বলতেই পারেন না। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হবার পর নাকি ওনাদের গোচরে গেছে বিষয়টি। বলা যায় সংবাদের জেরেই টনক নড়লো মহকুমা প্রশাসনের। বিগত চার পাঁচ মাস যাবৎ এই এলাকায় একাধিক স্থানীয় নাগরিক জমি ভরাট করেছে। এরমধ্যে পুর পরিষদের কাউন্সিলর পল্টু দেবনাথের জমিও রয়েছে। সাথে এলাকার মৃত রাখাল বিশ্বাস, বিজয় বিশ্বাস, মায়া রানী দেবনাথ, মৃত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ,ভুপেশ ভট্টাচার্য, হরে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য , রামচন্দ্র ভট্টাচার্য , মৃত অর্জুন দাস বৈষ্ণব সহ একাধিক নাগরিক তাদের জমি ভরাট করেছে। তারা কি কিভাবে করেছে সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে বেআইনী ভাবেই অধিকাংশ জমি ভরাট হয়েছে। কিন্তু এতদিন কেটে গেলেও মহকুমা প্রশাসন এবং পুর পরিষদ ছিল কুম্ভনিদ্রায়। অবশেষে সেই এলাকায় ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন করলো বিশালগড় মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে এক প্রশাসনিক দল। কিছুদিন পূর্বে ঝড়ে বিশালগড়ের দুর্গানগরে বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়লেও, প্রশাসনকে পাশে পায়নি স্থানীয়রা। তবে এই ক্ষেত্রে এবার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক।

থালা বাসন পরিষ্কার এর নাম করে গৃহিণীর সোনার চেইন ছিন্তাই

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। স্বর্ণালঙ্কার পরে নিজের বাড়িতে থাকাও এখন নিরাপদ নয়। ছিন্তাই কারিরা কোনো না কোনো কৌশলে বাড়িতে ঢুকে অব্দি করে নিচ্ছে ছিন্তাই। এমনি এক ঘটনার অভিযোগ হাতে পেয়ে তদন্তে নেমে দুই চিছ্ন্তাই বাজ কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত এডিসি ভিলেজের টেলরবন এলাকায় রাধা রানী দেববর্মার বাড়িতে থালা বাসন পরিস্কার করার নাম করে দুই বিহারী যুবক এসে তার গলা থেকে সোনার হার ছিন্তাই করে পালায় বলে জানা যায়। ঘটনার পর মহিলা চিৎকার জুড়ে দিলে এলাকার লোক ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে পালিয়ে যায় ছিন্তাই কারীরা। এদিকে ঘটনা জানাজানি হতেই কাঞ্চনমালা বাজারের ব্যবসায়িরা উৎ পেতে বসে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে অপরিচিত বিহারের ২ যুবক বাইক নিয়ে দ্রুতগতিতে কাঞ্চনমালা বাজারে প্রবেশ করতেই বাজারের লোকজন দুই ছিনতাইকারী কে আটক করে উত্তমমধ্যম দেয়। পরে আমতলি থানায় খবর দিলে ছুটে আসে থানার পুলিশ এবং তাদের হাতে সপে দেওয়া হয় দুই যুবক কে। ছিন্তাই বাজ দের আটক সহ সোনার চেইন ও ছিন্তাই কাজে ব্যবহৃত বাইক আটক করেছে পুলিশ। ধৃত বাইকের নম্বর বি আর ৩৯ এ এইচ৮৩৫০ বলে জানা যায়। আমতলী থানা সূত্রে জানা গেছে ধৃত দুই ছিনতাইকারীর নাম পবন কুমার এবং নীতিশ কুমার। তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। জানা গেছে বুধবারই ধৃত দুই ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে আমতলী থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছে এবং বৃহস্পতিবার তাদের কোর্টে প্রেরন করা হয়েছে।

জ্বালানী সাশ্রয় করতে অটোয় চাপলেন বিধায়ক গোপাল রায়

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। *দেশের প্রধান মন্ত্রীর আহ্বান কে মান্যতা দিয়ে শাসকের পাশাপাশি বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল*

গান্ধীও তার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কাটছাঁট করেছেন। সিকিউরিটি বাবদ ব্যবহৃত গাড়ির সংখ্যা ও কমিয়ে নিয়েছেন। এবার উনার পথ অনুসরন করেই নিজের বিলাশবহুল গাড়ি ছেড়ে যাত্রী বাহী সাধারন অটো গাড়ি তে চেপে নিজের এলাকা ৯ বনমালীপুরে পরিদর্শনে বেরুলেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। বুধবার দৈনন্দিন রুটিন মাফিক এলাকায় পরিভ্রমণে বেরোন তিনি। বেশ কয়েক জনের বাড়িতে যান, সাক্ষাৎ করেন তাদের সাথে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকা বাসীর খোঁজ খবর নেন। আর এই গোটা পরিভ্রমণ কালে উনার সঙ্গী হয়েছে তিন পেয়ে অটো গাড়ি। উনি জানান, পেট্রোল এর দাম ইতোমধ্যেই দু বার বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি তে বিপাকে জনজীবন। এই অবস্থায় দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী জী যেমন জ্বালানী সাশ্রয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন তেমনি উনিও এদিন থেকে নিজের গাড়ি ও সিকিউরিটি ব্যবস্থা কমিয়ে দিয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া অব্দি উনি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ই ব্যবহার করবেন বলে জানিয়েছেন।

অনলাইন ঔষধ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ডাকা ১২ ঘণ্টার ধর্মঘট সফল তেলিয়ামুড়ায়

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে অনলাইন মেডিসিন বিক্রয় ও ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটে সামিল হলো কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি। তাদের ডাকা ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল তেলিয়ামুড়া মহকুমায়। যদিও রোগীদের স্বার্থে জরুরি কালীন পরিসেবা দেওয়ার জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমার কল্যাণপুরে এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের সামনে একটি করে ওষুধের দোকান খোলা রাখা হয় বুধবার। এই বনধ ডাকার অন্যতম কারন হিসেবে জানা যায়, অনলাইন ওষুধ বিক্রয় আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যাতে করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঔষধ ব্যবসায়ীদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।বারবার সরকারের গোচরে বিষয়টি নিয়েও যখন কাজ হচ্ছে না তখন বিগত বছরে ধর্মঘট ডেকেছিল সংস্থা গুলো। তাতেও সমাধান না মেলায়, চলতি বছরের ২০শে মে আবারো ভারত বর্ষ ব্যাপি ধর্মঘটে সামিল হয় অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। সেই সাথে তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রত্যেকটির ঔষধদের দোকানে এদিন এই ধর্মঘট কে সমর্থন জানিয়ে দোকান বন্ধ রাখা হয়। ধর্মঘট সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রঙ্গল দেব জানান অনলাইনে ওষুধ ক্রয়ের জন্য সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ওষুধ ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ও এই ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল রূপ নিয়েছে।

পানিসাগরে ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে উত্তাল রেল স্টেশন

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। *উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর রেলওয়ে স্টেশনে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অত্র এলাকার জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পানিসাগর রেলওয়ে স্টেশনে শিলচর থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে শিলচরগামী ট্রেনগুলোর যাতে স্টপেজ দেওয়া হয়। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আর এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পানিসাগর রেলওয়ে স্টেশনের সামনে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। প্রতিদিন শত শত মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে, ব্যবসার কাজে কিংবা পড়াশোনার উদ্দেশ্যে এই এলাকা থেকে দূর-দূরান্তে যাতায়াত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, পানিসাগর রেলওয়ে স্টেশন থাকা সত্ত্বেও এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হয় না। এর ফলে সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা এবং সময় খরচ করে ধর্মনগর বা অন্য দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষের এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধেই আজ সোচ্চার হলেন এলাকার আপামর জনসাধারণ। আজ পানিসাগর রেলওয়ে স্টেশনের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে জড়ো হন শয়ে শয়ে মানুষ। দীর্ঘক্ষণ চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন। বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি: 'আমাদের এলাকা থেকে প্রচুর যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াত করেন। এখানে স্টপেজ না থাকায় আমাদের চরম সমস্যা হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের স্পষ্ট দাবিঅবিলম্বে পানিসাগর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের স্টপেজ দিতে হবে। এই দাবি মানা না হলে আমরা রেল চাকা স্তব্ধ করতে বাধ্য হব।' এখন দেখার বিষয়, স্থানীয় জনসাধারণের এই তীব্র ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের পর রেল প্রশাসন কোনো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে কিনা। সাধারণ মানুষের এই ন্যায্য দাবি দ্রুত মেনে নেওয়া হবে, নাকি আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেবেসেদিকে আমাদের নজর থাকবে।*

থালা বাসন পরিষ্কার এর নাম করে গৃহিণীর সোনার চেইন ছিন্তাই

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। স্বর্ণালঙ্কার পরে নিজের বাড়িতে থাকাও এখন নিরাপদ নয়। ছিন্তাই কারিরা কোনো না কোনো কৌশলে বাড়িতে ঢুকে অব্দি করে নিচ্ছে ছিন্তাই। এমনি এক ঘটনার অভিযোগ হাতে পেয়ে তদন্তে নেমে দুই চিছ্ন্তাই বাজ কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত এডিসি ভিলেজের টেলরবন এলাকায় রাধা রানী দেববর্মার বাড়িতে থালা বাসন পরিস্কার করার নাম করে দুই বিহারী যুবক এসে তার গলা থেকে সোনার হার ছিন্তাই করে পালায় বলে জানা যায়। ঘটনার পর মহিলা চিৎকার জুড়ে দিলে এলাকার লোক ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে পালিয়ে যায় ছিন্তাই কারীরা। এদিকে ঘটনা জানাজানি হতেই কাঞ্চনমালা বাজারের ব্যবসায়িরা উৎ পেতে বসে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে অপরিচিত বিহারের ২ যুবক বাইক নিয়ে দ্রুতগতিতে কাঞ্চনমালা বাজারে প্রবেশ করতেই বাজারের লোকজন দুই ছিনতাইকারী কে আটক করে উত্তমমধ্যম দেয়। পরে আমতলি থানায় খবর দিলে ছুটে আসে থানার পুলিশ এবং তাদের হাতে সপে দেওয়া হয় দুই যুবক কে। ছিন্তাই বাজ দের আটক সহ সোনার চেইন ও ছিন্তাই কাজে ব্যবহৃত বাইক আটক করেছে পুলিশ। ধৃত বাইকের নম্বর বি আর ৩৯ এ এইচ৮৩৫০ বলে জানা যায়। আমতলী থানা সূত্রে জানা গেছে ধৃত দুই ছিনতাইকারীর নাম পবন কুমার এবং নীতিশ কুমার। তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। জানা গেছে বুধবারই ধৃত দুই ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে আমতলী থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছে এবং বৃহস্পতিবার তাদের কোর্টে প্রেরন করা হয়েছে।

"ককরোচ জনতা পার্টি" র এক্স একাউন্ট নিষিদ্ধ হল ভারতে

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। দেশের প্রধান বিচারপতির 'কটাক্ষমূলক' মন্তব্যের প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ করেছিল এক সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। জন্মের মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই সেই অ্যাকাউন্ট ছাপিয়ে গেছিল দেশের শাসক দলকে! পরিসংখ্যান বলছে, ককরোচ জনতা পার্টির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা ১২ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ এক কোটিরও বেশি মানুষ ফলো করছেন এই অ্যাকাউন্টটিকে। বিজেপির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। তারপরেই এই 'পার্টি'র এক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর ছড়িয়েছে। প্রত্যেক মিনিটে হুহু করে বাড়ছে ককরোচ জনতা পার্টির অনুগামী দের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার পরিসংখ্যান বলছে, ১২.৮ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে এই সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের। আত্মপ্রকাশের মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে বিজেপির ফলোয়ার সংখ্যা টপকে গিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। বর্তমানে শাসক দল বিজেপির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা ৮.৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ৮৭ লক্ষ। সেটার চেয়ে বেশি ফলোয়ার রয়েছে ককরোচ পার্টির। আপাতত ১ কোটি ২৮ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে তাদের। কংগ্রেস ইনস্টাগ্রামে ১৩.২ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে, অর্থাৎ ১ কোটিরও বেশি। তাকেও ছাপিয়ে যেতে পারে ককরোচ জনতা পার্টির জনপ্রিয়তা। এহেন সাফল্যের পর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন 'ককরোচ জনতা পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম পার্টি হিসাবে দাবি করে। কিন্তু ওদের টপকে যেতে আমাদের মাত্র চারদিন লাগল। দেশের যুবশক্তির ক্ষমতাকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না।' এই পোস্ট করার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই দেখা যায়, এক্স থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির অফিসিয়াল হ্যান্ডেল। বলা হচ্ছে, আইনি কারণে ভারতে এই অ্যাকাউন্টটি আপাতত সাসপেন্ড রাখা হয়েছে। এক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়ার পরেই ইনস্টাগ্রামে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিজিৎ। তাঁর প্রশ্ন, কেন সরিয়ে দেওয়া হল এই অ্যাকাউন্ট? এই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও অন্যায় মন্তব্য করা হয়নি, উসকানিমূলক পোস্টও করা হয়নি। কিছু সামাজিক ইস্যুতে পোস্ট করা হয়েছে স্রেফ। তাহলে কেন রুখে দেওয়া হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টের কার্য্যাবলি? জবাব নেই কারোর কাছেই। তবে কি রসিকতা কিংবা মজার ছলে তৈরি করা একটা সামান্য পার্টি বা তার একাউন্ট এর জনপ্রিয়তা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে দেশের ক্ষমতাসীন দল কে ? নাকি জেন জী দের ক্রমবর্ধমান প্রশ্ন গুলো গলায় কাঁটার মত বিঁধছে ? নাকি এই "ককরোচ পার্টি" র আত্মপ্রকাশের পেছনে রয়েছে অন্য কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দিক যা ঠাহর করতে পেরে তাদের বাড়বাড়ন্তে লাগাম টানার চেষ্টা হয়েছে ?

গোয়ালা বস্তি থেকে নেশা দ্রব্য সমেত গ্রেফতার তিন

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। রাজধানী আগরতলার অলিতে গলিতে জেঁকে বসে আছে কিছু নেশা কারবারী। নিজেদের ছোট খাটো ওয়িং গুলি কে কাজে লাগিয়ে এরা বরাবরই শহর জুড়ে মাদক সাপ্লাই করে চলেছে। এধরনের বহু খবর উঠে এসেছে গন মাধ্যমে। এছারাও সাম্প্রতিক কালে সেটেল্মেন্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় মাদক সেবন কারী কিছু রিক্সা ওয়ালাদের ও হদিস মিলেছে। এধরনেরই এক মাদক কারবারের খোঁজ পেয়েই রাজধানীর গোয়ালা বস্তি এলাকায় অভিযান চালায় এনসিসি থানার পুলিশ। আর সেই অভিযানেই সাফল্য পাওয়া যায় বুধবার। গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে গোয়ালা বস্তি এলাকায় আচমকা কিছু বাড়িতে অভিযান চালায় এনসিসি থানার পুলিশ। আর সেই অভিযানে কিছু বাড়ি থেকে দেশি চোলাই মদ এর বোতল উদ্ধার করা হয়। শুধু চোলাই মদ নয়। তার পাশপাশি উদ্ধার হয় কিছু ব্রাউন সুগার এর খালি কৌটো। এই কৌটোতে করে ব্রাউন সুগার পাচার হয় বলেও খবর পাওয়া গেছে। তাই উদ্ধার হওয়া সামগ্রী সহ আটক করা হয়েছে ঐ এলাকার তিন যুবক কে। যদিও তদন্ত সাপেক্ষে তাদের নাম ধাম কিছুই জানায়নি পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে খবর।

রাস্তা সংস্কারের কাজে অনিয়ম বৃষ্টি হতেই ভোগান্তিতে পথচারীরা

খবরে প্রতিবাদ, ২১ মে ।। দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছরের পুরানো একটি রাস্তা সংস্কার কে ঘিরে স্থানীয়দের মাঝে অসন্তোষ। অভিযোগ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাস্তার কাজ চললেও তা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে ও অনিয়মের মধ্যে দিয়ে তইরি করা হচ্ছে। রাস্তার দুই ধারে দেওয়া হয়েছে সাইড ওয়াল। ফলে বৃষ্টি পাত হলেই রাস্তা দিয়ে জল নিষ্কাসিত না হওয়ার কারণে পথচারি ও যানবাহন চলাচলে বেগ পেতে হচ্ছে আম জনতা কে। এতে করে রাস্তার দুই পাশের প্রায় ৮২ পরিবারকে ভীষণ দুর্বিষহ লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকা থেকে পশ্চিম দিকের উত্তর এবং দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। অবশেষে এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে এলাকা বাসি রাস্তা টির কাজ সঠিক ভাবে করার আর্জি জানান।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751